দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ …………

পৃষ্ঠা …… কলাম ……

আবারো পাঠ্যপুস্তক কেলেঙ্কারির আশঙ্কা

বর্তমান শিক্ষাবর্ষ শেষ হতে চলেছে। ২০০২ সালের নতুন শিক্ষাবর্ষ আরম্ভ হতে আর দুই মাসের কিছু বেশী সময় বাকি আছে। জানুয়ারী থেকে শিক্ষাবর্ষের শুরু। ভর্তি পরীক্ষা, ভর্তি প্রক্রিয়া ইত্যাদি শেষ হলে নতুন ক্লাস চালু করতে হবে। এসব দিক বিবেচনা করলে নতুন শিক্ষাবর্ষ খুবই নিকটবর্তী। এমতাবস্থায় মাধ্যমিক ও প্রাথমিক স্তরের পাঠ্য বইগুলো যথাসময়ে শিক্ষার্থীদের হাতে পৌছানো একান্ত প্রয়োজন হলেও এ ব্যাপারে বোর্ড-কর্তৃপক্ষ কতটুকু প্রস্তুত, সে বিষয় আমাদের জানার কথা নয়। তবু বিগত শিক্ষাবর্ষের জন্য পাঠ্যবই প্রকাশে যে অভাবনীয় কেলেঙ্কারি হয়েছিল, তার জের প্রায় মাঝামাঝি বছর পর্যন্ত চলতে থাকে। তাছাড়া চলতি শিক্ষা বছরের সকল পাঠ্যপুস্তক বিগত আওয়ামী শাসনামলে প্রণীত ও প্রকাশিত এবং সৃষ্ট সকল অনিয়ম-অব্যবস্থা ও যাবতীয় ঘাপলা-কেলেঙ্কারির জন্য সেই সরকারই দায়ী। চলতি শিক্ষাবর্ষে ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবক মহলকে এজন্য যে অপূরণীয় খেসারত বহন করতে হয়েছে, আগামী নতুন শিক্ষাবর্ষেও সেই একই পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি ঘটুক, তা কারো কাম্য নয়। তেমনি সেই ধরনের কোন সংকট আগামী শিক্ষাবর্ষেও দেখা দিবে কিনা অভিভাবক মহল ও ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে নতুনভাবে সে প্রশ্নও দেখা দিয়েছে। কারণ, পাঠ্যপুস্তক প্রকাশে এবারো কেলেঙ্কারির আশংকা প্রকাশ করা হচ্ছে। অনুরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হলে তা হবে বর্তমান নতুন সরকারের সামনে পুরাতন সংকটের নতুন মাত্রা। আর তা হবে সরকারবিরোধী প্রচার-প্রচারণা চালাবার গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। এজন্য নতুন সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এ ব্যাপারে আগেভাগেই অত্যন্ত সতর্ক থাকা বিশেষ প্রয়োজন এবং পাঠ্যবই প্রকাশে কেউ যেন কোন প্রকার কেলেঙ্কারি সৃষ্টির সুযোগ না পায় সে ব্যাপারে সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা এই মুহূর্তেই আবশ্যক।

দৈনিক ইনকিলাবে গত সোমবার পাঠ্যপুস্তক সংক্রান্ত প্রকাশিত খবরে যে আশংকার কথা বলা হয়েছে তাতে নিঃসন্দেহে অভিভাবক মহল ও ছাত্র-ছাত্রীরা উদ্বিগ্ন না হয়ে পারে না। প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি এবং প্রেস মালিক সমিতি আগামী বছরের বোর্ড বই প্রকাশের ক্ষেত্রে আবারো কেলেঙ্কারির আশংকা প্রকাশ করেছে। গত রবিবার এক সংবাদ সম্মেলনে সমিতির নেতৃবৃন্দ বলেন, চলতি শিক্ষাবর্ষের মতো আবারো একই কায়দায় ও একই অবস্থায় ২০০২ শিক্ষাবর্ষের মাধ্যমিক ও প্রাথমিক স্তরের প্রায় সাড়ে ৭ কোটি বই নিয়ে টেক্সটবুক বোর্ডের কতিপয় দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা ও কতিপয় অসৎ ব্যবসায়ী কালো হাত প্রসারিত করে চলেছে। পাঠ্যপুস্তক নিয়ে পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ও কতিপয় অসৎ ব্যবসায়ী সম্প্রতি যে কালো অধ্যায় সৃষ্টি করেছে তা থেকে এই ব্যবসায়ে নিয়োজিত লক্ষাধিক পরিবার, অভিভাবক ও ছাত্র-ছাত্রীদের রক্ষা করতে তারা ১৯৯৬ সালের পূর্বাবস্থার মতো প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ, বাঁধাই এবং বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানান।

এখানে একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে, চলতি শিক্ষাবর্ষের পাঠ্য পুস্তক কেলেঙ্কারির সাথে মূলতঃ যারা জড়িত ছিল তাদের অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য। নতুন সরকার দুর্নীতিবাজদের ব্যাপারে ব্যাপকভাবে তদন্ত অনুষ্ঠান যথার্থ ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি এই দিকটির প্রতিও বিশেষ লক্ষ্য রাখবেন যে, ঐ সমস্ত লোক যেন অতি জাতীয়তাবাদী সেজে বর্তমান সরকারের কাঁধের উপর ভর করতে না পারে। বিগত আওয়ামী সরকারের দলীয়করণের সুবাদে যারা পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ ও বিক্রি-বণ্টনের নামে কোটি কোটি টাকা লুটপাট করেও সময়মত ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়েছে, তারা যেন আবারো সেই সুযোগ না পায় সেই ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। এখন বর্তমান সরকারের বন্ধু সেজে অনেকেই স্বীয় স্বার্থ চরিতার্থ করার হীন উদ্দেশ্যে পাঠ্যপুস্তক নিয়ে নতুন খেলা শুরু করতে পারে। কেননা, চলতি বছর তারা বিগত সরকারের ছত্রছায়ায় যে অবৈধ ফায়দা লুটেছে এবং অভিভাবক মহল ও ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা খেলেছে সেই সুযোগ তাদেরকে আর দেয়া যাবে না। উল্লেখ্য যে, সংশ্লিষ্ট বিভাগে যারা রয়েছেন, তাদের আমলেই চলতি শিক্ষা বোর্ডের পাঠ্যপুস্তক কেলেঙ্কারি সংঘটিত হয় এবং আগামীতেও হয়ত তারাই বহাল তবিয়তে থাকছেন। কেলেঙ্কারির সাথে জড়িত বলে যারা প্রমাণিত হবেন, তাঁরাই ভোল পাল্টিয়ে জাতীয়তাবাদী সেজে সেই একই পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারেন, ফায়দা হাসিল ও বর্তমান সরকারকে বেকায়দায় নিক্ষেপ করার জন্য এরূপ করা মোটেই বিচিত্র নয়। এজন্য পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ ও বিক্রি সংক্রান্ত সকল দিক গভীরভাবে বিবেচনা করে দেখতে হবে এবং দুর্নীতি, কেলেঙ্কারির সকল ছিদ্রপথ বন্ধ করতে হবে। চিহ্নিত দুর্নীতিবাজদের ব্যাপারেও সতর্ক থাকতে হবে।

পাঠ্যপুস্তক কেলেঙ্কারির অতীত ঘটনাবলীর পুনরাবৃত্তি যেন কোনক্রমেই ঘটতে না পারে নতুন সরকারকে এখন থেকেই সে ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। আগামী পাঠ্যপুস্তকগুলোতে কোন প্রকারের সংশোধন, সংযোজন বা সংস্কার সাধনের প্রয়োজন দেখা দিলে তাও এমনভাবে করতে হবে যাতে ছাত্র-ছাত্রীদের যথাসময়ে সকল বই পেতে বিলম্ব না হয়। এ ব্যাপারে বিগত সরকারের ব্যর্থতা হতে শিক্ষা গ্রহণের অনেক কিছু রয়েছে বলে আমরা মনে করি। আমরা বর্তমান নতুন সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা বোর্ডের কাছে এটাও আশা করব, বিগত সরকারের মতো ঘন ঘন পাঠ্যপুস্তক পরিবর্তনের প্রবণতা বন্ধ করার বিষয়টিও তারা বিবেচনায় রাখবেন, গোটা জাতিও তাই কামনা করে।